৯/৭/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ ...... কলাম ২ ......

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত ॥ ভিসির বিদেশ সফর বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশংকায় ভিসি অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী বৃটেনে তাহার অক্সফোর্ড গোল টেবিল সম্মেলনে যোগদান বাতিল করিয়াছেন। এই মাসের ৮ তারিখ হইতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী সম্মেলনে বিশ্বের খ্যাতনামা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ অংশগ্রহণ করিবেন। গত শনিবার রাত্রে তাহার ঢাকা ত্যাগ করার কথা ছিল। এদিকে গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়া ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রভোষ্ট ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলের প্রভোষ্ট উপস্থিত ছিলেন।

বাসস জানায়, (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

(১ম পৃঃ পর)

প্রভোষ্ট ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বলা হয়, 'ক্যাম্পাসে বহিরারোপিত কোন তৎপরতা, হল দখল-বেদখল বা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয় এমন কোন কর্মকান্ডের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। গত পাঁচ বছরে অর্জিত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যেকোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ যথেষ্ট তৎপর রহিয়াছে। সভায় সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল-বেদখল সম্পর্কিত এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের আশংকা প্রকাশ করিয়া যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে তা নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হয়। হলের প্রভোষ্টরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলের পরিবেশ শান্ত রহিয়াছে এবং কোন হলে কোন অস্ত্র আসার খবর তাহাদের জানা নাই।

জা'নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করিবার লক্ষ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানারকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ছাত্রদের হলে ছাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ, আবাসিক হলে যে কোন ধরনের বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধকরণসহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

এদিকে সকল প্রকার নিরাপত্তা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসের বর্তমান দখলদার ছাত্রলীগ (বা-অ) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রহলসমূহের মূল কেন্দ্র আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের প্রধান সিঁড়ি সংলগ্ন সবকয়টি কক্ষ শূন্য করিয়া দলীয় ক্যাডারদের জন্য বরাদ্দ দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। একইসাথে মীর মশাররফ হোসেন হল, আল বেরুণী হলে একই রূপ প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

অপরদিকে দীর্ঘদিন কোণঠাসা হইয়া থাকা ছাত্রদলের স্থানীয় গ্রুপ ও অস্থানীয় গ্রুপ ঐক্যবদ্ধভাবে গত শনিবার একটি বর্ধিত সভায় ক্যাম্পাসের দখল গ্রহণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিপূর্বে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি, স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ক্যাম্পাসের নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাস দখলের লক্ষ্যে একইরূপ আরেকটি সভা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

উল্লেখ্য, ক্যাম্পাসের আবাসিক হলে বর্তমানে তেমন কোন আগ্নেয়াস্ত্র না থাকিলেও ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রাম এবং সাভার-নবীনগর এলাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় অস্ত্রসহ সন্ত্রাসীরা অবস্থান করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এদিকে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সামনে রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সতর্কাবস্থা এবং ছাত্র সংগঠনসমূহের সহিংস প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক পরিলক্ষিত হইতেছে।